দৈনিক ইনকিলাব ১৫৪

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 07 MAR 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

গল্লামারীর নির্ধারিত স্থানে প্রস্তাবিত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড ঝুলছে —ইনকিলাব

দ্বিতীয় বন্দর নগরীর সরেজমিন প্রতিবেদন

প্রস্তাবিত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ শুরু প্রায় অনিশ্চিত

॥ এ টি এম রফিক ॥

চলতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ আরম্ভ প্রায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় ১৯৯০ সালের মধ্যে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম পর্যায়ে যে ২৯৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির প্রস্তাব রাখা হয়েছিলো তা আর সম্ভব হবে না বলে আশংকা করা হচ্ছে।

সূত্র মতে, এখনো পর্যন্ত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিপি, PROJECT PROFORMA) প্রণয়ন, প্রেরণ ও অনুমোদন চূড়ান্ত হয়নি। অথচ চলতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হতে সময় আছে আর মাত্র ১৫ মাস।

চলতি পঞ্চবার্ষিকীতে প্রস্তাবিত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সরকার ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে বিধায় নির্ধারিত পঞ্চবার্ষিকীর এই সময়ের মধ্যে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্কীম রিকাস্ট করে নতুনভাবে স্কীম প্রণয়ন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছে প্রেরণ এবং

১১ এর পৃষ্ঠায় দেখুন

দ্বিতীয় বন্দর নগরী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে স্কীম, পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদন, পরবর্তীতে কনসালটেন্ট নিয়োগ করে এ সময়ের মধ্যে কাজ আরম্ভ করা কতখানি সম্ভব হবে তা এ মুহূর্তে বলা মুশকিল। এ ছাড়া খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ACT প্রণয়ন ও অনুমোদনও করেনি।

উপরন্তু প্রস্তাবিত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় কি ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় হবে, ডঃ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী কমিটি এখনো সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেননি বলে বিভাগীয় পদস্থ কর্মকর্তা সূত্রে জানা গেছে।

মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক ও সিদ্ধান্ত

গত ১৪-৮-৮৮ তারিখে মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, (ক) প্রস্তাবিত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় খুলনা সাতক্ষীরা সড়কের পার্শ্বে ইতিপূর্বে অনুমোদিত গল্লামারীতে স্থাপিত হবে।

দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 07 MAR 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

(খ) খুলনার গল্লামারীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে মাটি ভরাট বা উন্নয়নে অতিরিক্ত যে পরিমাণ অর্থের ব্যয় হবে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় তার সংস্থান করবে।

(গ) প্রস্তাবিত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়টি কি ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় হবে সে সম্পর্কে অর্থাৎ তার প্রাতিষ্ঠানিক ও একাডেমিক কাঠামো এবং ছাত্রদের স্থান সংস্থান (আবাসিক/অনাবাসিক)-এর উপর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবিলম্বে প্রেসিডেন্ট-এর নিকট পেশ করতে বলা হয়।

টেণ্ডার কমিটির সিদ্ধান্ত

মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে SCHEM Re-Cust করে নতুন স্কীম প্রণয়ন করে এখনো অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়নি। এ প্রসঙ্গে গত ২৬ জানুয়ারী '৮৯-তে টেণ্ডার কমিটির বৈঠকে মত ব্যক্ত করা হয় যে, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক ও একাডেমিক কাঠামো এবং ছাত্রদের স্থান সংকুলান-এর উপর আলোকপাত করে মন্ত্রী পরিষদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে যে প্রতিবেদন পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত না জানা পর্যন্ত কোন স্কীম বা প্রকল্প তৈরী করা সম্ভব হবে না।

উপদেষ্টা স্থপতি প্রকৌশলী নিয়োগে অনিয়ম

১৯৮৭ সালের ৮ জুলাই খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেণ্ডার কমিটির সভায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজের জন্য মেসার্স স্থাপত্য শিল্পকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ২১ জুলাই '৮৭ তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত 'খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়ায় গলদ' সংবাদ প্রকাশিত ও কিছু অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় সরকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন যে, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পে উপদেষ্টা স্থপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে মার্কিং ক্রাইটেরিয়া নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনিয়ম ঘটেছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিস স্মারক নং শাঃ ৯/১ডি-২/৮৬ (অশে)৬৬২ তারিখ ৩০-৮-৮৮-তে প্রকল্প পরিচালক খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়কে গোপনীয় অতি জরুরী এক পত্রে জানিয়েছেন।

ঐ পত্রে বলা হয়েছে যে, 'সাধারণতঃ মার্কিং ক্রাইটেরিয়া নির্ধারণ করেই দরপত্রের কারিগরি প্রস্তাব খোলা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দরপত্র খোলার পর মার্কিং ক্রাইটেরিয়া নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিধি মোতাবেক কারিগরি প্রস্তাবে যে ফার্ম সর্বোচ্চ নম্বর পায় তারই আর্থিক প্রস্তাব প্রথমতঃ খোলার নিয়ম এবং তার সাথে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করার কথা। কিন্তু খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পে উপদেষ্টা স্থপতি নিয়োগে টেণ্ডার কমিটি কর্তৃক এ নিয়ম পালিত হয়নি।

মন্ত্রণালয় এ কারণে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা স্থপতি প্রকৌশলী নিয়োগের জন্য পুনরায় দরপত্র আহ্বান করার সকল ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

প্রকল্প দলিলের ইতিকথা

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনের নিমিত্তে দু'টি প্রকল্প দলিল (পিপি) ইতিপূর্বে প্রণয়ন ও প্রেরণ করা হয়েছিল অনুমোদনের জন্য। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন তা অনুমোদন করেনি।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রকল্প দলিল (পিপি) ১৪ কোটি ৫১ লাখ ২০ হাজার টাকা ব্যয় ধরে প্রণয়ন করা হয় এবং ২৯ জানুয়ারী ১৯৮৭-তে দাখিল করা হয়। দ্বিতীয় প্রকল্প দলিল সংশোধনপূর্বক ১০ কোটি টাকা ব্যয় নির্ধারণ করে ২৩-৩-৮৭ সালে দাখিল করা হলে প্লানিং কমিশন ৮ কোটি টাকার মধ্যে একটি প্রকল্প দলিল প্রণয়ন এবং প্রেরণের নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য যে, প্রকল্প দলিলে ১৯৮৯-৯০ সালে প্রথম ব্যাচে শিক্ষা গ্রহণের নিমিত্তে বিভিন্ন বিভাগে ২৯৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর প্রস্তাব রাখা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে প্রথম ফেজে মোট ৮২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সরকারের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পরিকল্পনা কমিশন এখনো পর্যন্ত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্তে দাখিলকৃত কোন প্রকল্প দলিল (পিপি) চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়নি।

অথচ চলতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য যে ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা এই কাজে ব্যয় করতে ব্যর্থ হলে সব অর্থই ল্যাপ্স হবে। অভিজ্ঞ ও খুলনার সকল মহলের জনগণের দাবী যে, এর জন্য দায়ী কে? উদ্ভূত পরিস্থিতিতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের কাজ শুরু হতে আরো দীর্ঘ বিলম্ব ঘটবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। অথচ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী এই অঞ্চলবাসীর যুগ যুগের।